রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ১০, ২০২৪

[একই স্মারক নম্বর ও তারিখে প্রতিস্থাপিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[কাস্টমস : আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও চুক্তি শাখা]

তারিখ : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি.

বিষয় : WTO Trade Facilitation Agreement (TFA) এর Article 8 : Border Agency Cooperation এর উদ্দেশ্য পুরণকল্পে সীমান্ত বাণিজ্য সমন্বয় কমিটি গঠন ও কার্যক্রম গ্রহণ প্রসঙ্গে।

নং ০৮.০১.০০০০.০৫৫.৪৪.০০২.২২/১৯৩—উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণপূর্বক আদিষ্ট হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য সহজীকরণের অংশ হিসেবে ২০১৩ সালে WTO কর্তৃক Trade Facilitation Agreement (WTO TFA) চূড়ান্ত করা হয়; যা বাংলাদেশ ২০১৬ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর অনুসমর্থন প্রদান করে এবং WTO এর দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুসমর্থনের ফলে উক্ত চুক্তিটি ২০১৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি কার্যকর হয়। উক্ত চুক্তির আওতায় বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে কাস্টমসের প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও কাঠামোগত সংস্কার, দরকারি তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তি সহজীকরণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় পণ্যচালান খালাসে তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য কাস্টমস রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিশনারেট গঠন; পণ্যচালান খালাসের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে অনলাইনে তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া দ্রুততর করার জন্য ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো প্রকল্প

মূল্য : টাকা ৮.০০

গ্রহণ; আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব প্রদানের নিমিত্ত ওয়েবভিত্তিক National Enquiry Point চালুকরণ; কায়িক ও দলিলাদি পরীক্ষণ ব্যতিরেকে সরাসরি পণ্য খালাস প্রদানের জন্য উত্তমচর্চাকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য অথরাইজড ইকোনমিক অপারেটর (AEO) সুবিধা চালু; আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্যচালান বন্দরে পৌঁছার পূর্বেই যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা পরিপালন করে পণ্যচালান বন্দরে আসামাত্রই খালাস প্রদানের লক্ষ্যে Pre-Arrival Processing (PAP) ব্যবস্থা চালু; পণ্য খালাসপ্রক্রিয়া দ্রুততর করার জন্য খালাসোত্তর নিরীক্ষা পদ্ধতি (Post Clearance Audit) চালু; পঁচনশীল পণ্য দ্রুত খালাসকরণ সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

০২। WTO TFA এর Article 7.6 এর বাস্তবায়নকল্পে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সম্প্রতি চট্টগ্রাম বন্দর, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং বেনাপোল স্থলবন্দরে পণ্য চালান খালাসের বিভিন্ন ধাপে ব্যয়িত সময়ের পরিমাণ জানার জন্য World Customs Organization (WCO) এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সংস্থাটির এই সংক্রান্ত প্রায়োগিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পণ্য খালাস প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সংস্থার সক্রিয় অংশগ্রহণে Time Release Study (TRS) সম্পন্ন করেছে। উক্ত স্টাডিতে দেখা যায় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এবং দ্রুততম সময়ে কাস্টমস প্রক্রিয়াদি সম্পন্নের পরেও কোন কোন পণ্যচালান খালাসে দীর্ঘ সময় ব্যয় হচ্ছে। এতে করে বাণিজ্য ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ছে। উক্ত ট্রেড ফ্যাসিলিটেশনের জন্য পণ্য খালাসের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। স্টাডিতে আরও দেখা যায় যে, পণ্যচালান আমদানি-রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ যেমন: কাস্টমস, বন্দর কর্তৃপক্ষ, উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ দপ্তর, প্রাণি সঙ্গনিরোধ দপ্তর, ব্যাংক, বিএসটিআই, বিজিবি, ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ, সিএন্ডএফ এজেন্ট, ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স, শিপিং এজেন্টস, স্থানীয় ব্যবসায়ী সংগঠন প্রভৃতি এর মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় করা গেলে পণ্য খালাস প্রক্রিয়া আরও দ্রুততর করা সম্ভবপর হবে।

০৩। WTO TFA এর Article 2.2-তে সীমান্ত সংস্থা এবং অংশীজনদের মধ্যে পরামর্শসভা (consultation) এর বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদের বর্ণনা নিম্নরূপ:

"Each Member shall, as appropriate, provide for regular consultations between its border agencies and traders or other stakeholders located within its territory."

WTO TFA এর Article 8: Border Agency Cooperation সংশ্লিষ্ট উক্ত অনুচ্ছেদে বিদ্যমান বিধান হলো:

"1. Each Member shall, ensure that its authorities and agencies responsible for border control and procedures dealing with the importation, exportation, and transit of goods cooperate with one another and coordinate their activities in order to facilitate trade."

দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য মাঠপর্যায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে কাস্টমস। তাছাড়া, WTO TFA এর মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নে Lead Agency হলো কাস্টমস। একইসাথে আমদানি-রপ্তানি ও ট্রানজিট সংক্রান্ত কার্যক্রম যে সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন স্থল, নৌ, বিমানপথে পরিচালিত হয়ে থাকে তার মধ্যে একমাত্র কাস্টমস এর কার্যক্রম সকল স্থানে রয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২০ জুলাই, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত Trade Facilitation Agreement এর আওতায় গঠিত National Trade Facilitation Committee (NTFC) এর ৭ম সভার সিদ্ধান্ত নং ৩.২ (ঞ) তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "Customs Authority/এনবিআর Lead নিয়ে Border Agency Cooperation এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং একটি সরকারি আদেশ জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে"। আমদানি-রপ্তানি ও ট্রানজিট বাণিজ্য সহজীকরণ তথা ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন এর স্বার্থে WTO TFA Article 2.2 এবং 8 এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে স্থানীয় পর্যায়ে Border Agency Cooperation এবং Consultation এর জন্য কাস্টমস হাউস/ বিমানবন্দর/ স্থল কাস্টমস স্টেশনে একটি করে সীমান্ত বাণিজ্য সমন্বয় কমিটি গঠন করা অতীব জরুরি মর্মে প্রতীয়মান।

০৪। এমতাবস্থায়, নিম্নোক্ত কর্মকর্তা/প্রতিনিধির সমন্বয়ে ছয়টি কাস্টম হাউজ তথা কাস্টম হাউস চট্টগ্রাম, কাস্টম হাউস ঢাকা, কাস্টম হাউস মোংলা, কাস্টম হাউস বেনাপোল, কাস্টম হাউস আইসিডি কমলাপুর, কাস্টম হাউস পানগাঁও এবং আমদানি-রপ্তানি ও ট্রানজিট এর পরিমাণ বিবেচনাক্রমে যে সকল কাস্টমস স্টেশনসমূহ অধিক গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোতে তথা-ভোমরা (সাতক্ষীরা), দর্শনা (চুয়াডাঙ্গা), সোনামসজিদ (চাঁপাইনবাবগঞ্জ), হিলি (দিনাজপুর), বাংলাবান্ধা (পঞ্চগড়), বুড়িমারী (লালমনিরহাট), তামাবিল (সিলেট), শেওলা (সিলেট), আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া), টেকনাফ (কক্সবাজার) স্থল কাস্টমস স্টেশনে এবং দুইটি বিমানবন্দর তথা- ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কাস্টমস স্টেশন, সিলেট, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কাস্টমস স্টেশন, চট্টগ্রাম প্রতিটিতে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমসকে আহ্বায়ক করে সীমান্ত বাণিজ্য সমন্বয় কমিটি গঠন করা হলো:

সীমান্ত বাণিজ্য সমন্বয় কমিটি

ক্রম	পদবি	দপ্তর	কমিটিতে অবস্থান
১.	কমিশনার	কাস্টম হাউস/ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কাস্টমস স্টেশন/ স্থল কাস্টমস স্টেশন	আহ্বায়ক
২.	প্রতিনিধি	বন্দর কর্তৃপক্ষ/ সিভিল এভিয়েশন (চট্টগ্রাম/মোংলা/ পায়রা/স্থলবন্দর/বেবিচক/বাংলাদেশ রেলওয়ে) (যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি	বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি	ইমিগ্রেশন বিভাগ, এসবি, বাংলাদেশ পুলিশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি	বাংলাদেশ বিমান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি	উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ দপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি	প্রাণি সঙ্গনিরোধ দপ্তর, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি	বিস্ফোরক অধিদপ্তর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি	বাংলাদেশ নৌবাহিনী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
১০.	প্রতিনিধি	বিএসটিআই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
১১.	প্রতিনিধি	সোনালী ব্যাংক লি.	সদস্য
১২.	প্রতিনিধি	বাংলাদেশ ব্যাংক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
১৩.	প্রতিনিধি	পরমাণু শক্তি কমিশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
১৪.	প্রতিনিধি	চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ	সদস্য

ক্রম	পদবি	দপ্তর	কমিটিতে অবস্থান
১৫.	প্রতিনিধি	সিএন্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন	সদস্য
১৬.	প্রতিনিধি	ফ্রেইট ফরোয়ার্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন/ ট্রান্সপোর্ট অ্যাসোসিয়েশন (যে ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য)	সদস্য
১৭.	প্রতিনিধি	শিপিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
১৮.	প্রতিনিধি	কুরিয়ার সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
১৯	প্রতিনিধি	**Bangladesh Inland Container Depots Association (BICDA)** (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
২০.	প্রতিনিধি	স্থানীয় পুলিশ কর্তৃক (মেট্রোপলিটান/থানা/ট্রাফিক/ এপিবিন) (যে ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য)	সদস্য
২১.	প্রতিনিধি	কাস্টমস গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর	সদস্য
২২.	প্রতিনিধি	শুল্ক মূল্যায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমিশনারেট	সদস্য
২৩.	প্রতিনিধি	অন্যান্য দপ্তর/ নিজ দপ্তরের অন্য কোনো প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
২৪.	উপ/ সহকারী কমিশনার	কাস্টম হাউস/কাস্টমস স্টেশন	সদস্য সচিব

উক্ত কমিটির কার্যপরিধি WTO-TFA এর আলোকে নিম্নরূপ:

ক. স্ব স্ব কাস্টম হাউস/আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর/স্থল কাস্টমস স্টেশনের মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানি ও ট্রানজিট বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা বিদ্যমান আইনের বিধান অনুযায়ী নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ;

খ. ন্যাশনাল ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

গ. প্রত্যেক তিন মাসে সংশ্লিষ্ট কাস্টম হাউসে/বিমানবন্দর কাস্টমস স্টেশনে/স্থল কাস্টমস স্টেশনে ন্যূনতম একটি সভা আয়োজন এবং সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের মতামতের আলোকে বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরসনে যথাযথ প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ, ফলো-আপ (follow-up) এবং সমন্বয় সাধন;

ঘ. কার্যদিবস ও কার্যঘণ্টা (Working days and hours) প্রয়োজনানুসারে অভিন্ন রাখার (alignment) লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন;

ঙ. আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম সহজীকরণে অভিন্ন (alignment) প্রক্রিয়া ও আনুষ্ঠানিকতা (Procedures and Formalities) রক্ষার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন;

চ. উন্নয়ন ও অভিন্ন সেবা পরিকাঠামো (Common Facilities) বিনিময় (sharing) এর উদ্যোগ গ্রহণ;

ছ. পারস্পরিক তথ্য ও উপাত্ত আদান-প্রদান, সহযোগিতা, সমন্বয় সাধন ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যৌথ নিয়ন্ত্রণ মূলক কার্যক্রম;

জ. ওয়ান-স্টপ বর্ডার পয়েন্ট (One Stop Border Point) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও যোগাযোগ রক্ষা;

ঝ. **Coordinated Border Management/ Integrated Border Management** প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় এবং জাতীয় পর্যায়ের জন্য সুপারিশ প্রেরণ;

ঞ. বাণিজ্য সহজীকরণ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ;

ট. প্রয়োজনবোধে বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/এজেন্সির প্রতিনিধি উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণ;

ঠ. বাণিজ্য সহজীকরণ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কার্যাবলি।

০৫। উপরে বর্ণিত কাস্টমস স্টেশন ব্যতীত অন্যান্য কাস্টমস স্টেশনসমূহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিশনার অব কাস্টমস আমদানি-রপ্তানি ও ট্রানজিট এর পরিমাণ ও গুরুত্ব বিবেচনাক্রমে কমিশনার অব কাস্টমস পরিবর্তে একই দপ্তরের অতিরিক্ত কমিশনার/যুগ্মকমিশনারকে উপর্যুক্ত কমিটির আদলে সীমান্ত বাণিজ্য সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করতে পারবেন। এমতাবস্থায়, উপরে বর্ণিত কার্যপরিধিসহ বর্ণিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কাস্টম হাউস/বিমানবন্দর কাস্টমস স্টেশন/ স্থল কাস্টমস

স্টেশনভিত্তিক সীমান্ত বাণিজ্য সমন্বয় কমিটি গঠন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হলো। একইসাথে কমিটি গঠনের আদেশের কপি এবং পরবর্তীতে সভার কার্যবিবরণীর একটি অনুলিপি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাস্টমস: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও চুক্তি শাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

কাজী মোস্তাফিজুর রহমান
সদস্য (চলতি দায়িত্ব)
(কাস্টমস: নিরীক্ষা, আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd